ইবিতে সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আবাসিক হল এলাকায় মধ্যরাতে সিরিজ ‘ককটেল’ বিস্ফোরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। বিক্ষোভে আবাসিক হলের পাশে অনন্ত ছয়টি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ বলে দাবি করেছেন নেতা-কর্মীরা।

বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ভবন এলাকা থেকে এ বিক্ষোভ শুরু হয়ে প্রশাসন ভবনে ও মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব প্রদক্ষিণ করে ছাত্রলীগ টেণ্ডে শেষ হয়েছে। বিক্ষোভের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো পরিদর্শন করেন।

জানা যায়, হঠাৎ বৃহস্পতিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও লালন শাহ হলের দক্ষিণ ব্লকের পাশে থেমে থেমে ৬টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা৷ এ ঘটনার পর থেকেই আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে যায়। আবাসিক শিক্ষার্থীরা বহিরাগত কেউ হল এলাকায় এমন ককটেল বিস্ফোরণ করলো ভেবে অভ্যন্তরে ও বাহিরে লাঠি, রড, স্ট্যাম্প ও হকস্টিক টহল দিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতারা শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ কক্ষে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনার সাথে সাথে মোবাইল ফোনের কল দিয়েও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য ও প্রশাসন বডির ডাকলেও না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশে এ বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রলীগ।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয় বলেন, ‘ গতকাল আমাদের রুমের পাশে পর পর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়েছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত ঘটনা। অন্যদিকে আবার আমাদের সভাপতির ব্লকের পাশেও একই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ।আমরা রাতে প্রক্টোরিয়াল বডিকে ডেকেছি কিন্তু তাদের কোন উপস্থিতি পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বিক্ষোভ করেছি।”

তিনি আরো বলেন, সামনে জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে স্বাধীনতাবিরোধী

অপশক্তি নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত এ ঘটনা ঘটাচ্ছে। এতে কারা জড়িত সেটা তদন্ত করা ছাত্রলীগের কাজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাজ। উপাচার্য স্যার একটি তদন্ত কমিটি ঘটন করবেন বলে আশা দিয়েছেন ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের।

গাংনীতে ইবি শিক্ষার্থীকে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের গাংনীর বাজার পাড়া থেকে ইবি শিক্ষার্থী নিশাত তাসনীম উর্মীকে (২৪) হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে।

বৃহষ্পতিবার দিবাগত মধ্য রাতে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম তার লাশ উদ্ধার করে। উর্মীর পিতার অভিযোগ তাকে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে ধামা চাপা দেয়া হচ্ছে। পুলিশ লাশ ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে প্রেরণ করেছে।

গৃহবধু নিশাত তাসনীম উর্মী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং গাংনীর পদ্মা এন্টারপ্রাইজের স্বত্ত্বাধিকারী হাসেম শাহ্ এর ছেলে আসিকুজ্জামান প্রিন্সের স্ত্রী এবং গাংনী উপজেলার চাদপুর গ্রামের গোলাম কিবরিয়ার মেয়ে।

গাংনীতে ইবি শিক্ষার্থীকে হত্যার
অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

উর্মীর পিতা গোলাম কিবরিয়া অভিযোগ করে জানান, গভীর রাতে বেয়াই হাসেম শাহ্ মোবাইল ফোনে জানান, মেয়ে উর্মী অসুস্থ হওয়ায় তাকে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়েছে। অসুস্থতার কারন জানতে চাইলে উর্মী ঘরের জানালার সাথে ফাঁস দিয়েছে বলে জানানো হয়। সংবাদ পেয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসে জানতে পারেন উর্মী অনেক

আগেই মারা গেছে। উর্মীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাকে শারিরীক নির্যাতন করে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে ধামাচাপা দেয়া হচ্ছে।
পরে পুলিশে খবর দেয়া হলে পুলিশ লাশ থানা হেফাজতে নেয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, সংবাদ পেয়ে লাশ পুলিশ হেফাজতে নেয়ার পর একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করা হয়েছে। লাশ মেহেরপুর মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়না তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন জিয়া- ইবিতে হানিফ

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চতুর্থ ঘোষক হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছেন জিয়াউর রহমান বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

বৃহস্পতিবার (১৮ আগস্ট) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের আমন্ত্রণে শহিদদের স্মরণে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এসে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তনে এ মন্তব্য করেছেন তিনি।

বক্তব্য সূত্রে জানা যায়, জিয়াউর রহমানের পূর্বে আরো তিনজন একই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিল। শুধুমাত্র ঘোষণাপত্র পাঠের জন্য যদি স্বাধীনতার ঘোষক হয়, তাহলে প্রথম ঘোষনা দিয়েছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান।

তিনি প্রথম ২৬ তারিখে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন। পরবর্তীতে ২৬ তারিখ বিকেলে আওয়ামী লীগ নেতা বিল্লাল আহমেদ ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। পরদিন ২৭ মার্চ বিল্লাল আহমেদ ও কায়কোবাদ সারাদিন

ঘোষণাপত্র পাঠ করতে থাকেন। পরে বিকেল পাঁচটায় জিয়াউর রহমান চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তনে (টিএসসিসি) বেলা সাড়ে ১১টায় এ আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাতের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শেখ আবদুস সালাম, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সেলিম তোহা।

ইবিতে গ্রীন ভয়েসের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) পরিবেশবাদী যুব সংগঠন গ্রীন ভয়েস শাখার নবীন বরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়না চত্বরে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। মূলধারার কর্মসূচির পাশাপাশি অনুষ্ঠানের শেষাংশে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, গ্রীন ভয়েস সারা বাংলাদশে জুড়ে কার্যক্রম পরিচালনা হয়। এটি পরিবেশবাদী যুব সংগঠন। এ সংগঠন পরিবেশ সচেতনতার পাশাপাশি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবামূলক সকল কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

সকল দূর্যোগ বা মহামারী পরিস্থিতে অসহায়-গরীব মানুষদের সহযোগিতা করেন এ সংগঠনটির সদস্যরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আরমিন খাতুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং

সোসাইটির আহ্বায়ক রুমি নোমান। অনুষ্ঠানটি গ্রীন ভয়েস ইবি শাখার সভাপতি মোখলেসুর রহমান সুইটের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন দলটির সকল নেতৃবৃন্দ ও নবীন শিক্ষার্থীরা।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন লোকসাহিত্য চর্চা বিভাগের আহসান হাবিব রানা। কুইজ প্রতিযোগিতায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের রাজা আহম্মেদ, অবন্তী বিশ্বাস লোকসাহিত্য চর্চা বিভাগের পবিত্র রয় অন্যান্য বিভাগের সর্বমোট ১২ জন বিজয়ী হয়েছে।

ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভা শেষে জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত কুইজ, উপস্থিত বক্তৃতাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি (ভার:) প্রফেসর ড. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুল আরফিনের পরিচালনায় সভায় আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের আইন বিষয়ক সম্পাদক প্রফেসর ড. শাহজাহান মন্ডল।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের জাতীয় শোকদিবস ও গ্রেনেড হামলা দিবস ২০২২ উদ্যাপন কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রেজিস্ট্রার (ভার:) এইচ. এম. আলী হাসান, ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের জাতীয় শোকদিবস ও গ্রেনেড হামলা দিবস ২০২২ উদ্যাপন কমিটির সদস্য-সচিব আলমগীর হোসেন খান,

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাত ও সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. শেখ আবদুস সালাম বলেছেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, দিয়েছেন লাল-সবুজের পতাকা। যিনি সারা পৃথিবীতে সমাদৃত এমন একজন মানুষকে তাঁর কাছের মানুষদের হাতে স্বপরিবারে জীবন দিতে হলো। এধনের জঘন্যতম ঘটনা বিশ্বের বুকে দ্বিতীয়টি আর ঘটেনি।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার মাত্র ১২জন আসামীর ফাঁসির মধ্যদিয়ে এ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। কমিশন গঠনের মাধ্যমে এ হত্যাকান্ডের নেপথ্যে যারা ছিল তাদেরকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে এটা আজ আমাদের সবার প্রাণের দাবি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তনে ইসলামী বিশবিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ভাইস চ্যান্সেলর ড. শেখ আবদুস সালাম এসব কথা বলেন।

সভায় প্রধান আলোচকের আলোচনায় কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান লাল্টু বলেন, ১৯৭৫ থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত চরমভাবে এদেশের ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। তাই বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা বই দু’টি পড়ার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু পরিষদ অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষার সংগঠন। অনেক সুবিধাবাদিরা এসংগঠনে প্রবেশ করে সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করবে। তিনি বলেন, এ সংগঠন এবং সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অনেক ইতিহাস আছে। সুবিধাবাদিরা যেন প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন।

এক চড়ে পদ হারালেন ইবি’র শিক্ষক

ক্যাম্পাসের গাছ থেকে আম পাড়ায় এক শিক্ষার্থীকে থাপ্পড় দেয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সহকারী প্রক্টর আরিফুল ইসলামকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম তাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) আতাউর রহমান বলেন, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক আরিফুল ইসলামকে সহকারী প্রক্টর পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন ভিসি স্যার ড. শেখ আবদুস সালাম। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর লিখিত অভিযোগ ও প্রক্টরিয়াল বডির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার (২৩ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী হাসান আলী তার স্ত্রীকে নিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরতে আসেন।

এসময় গাছ থেকে কয়েকটি আম পাড়ায় সেখানে উপস্থিত সহকারী প্রক্টর আরিফুল ইসলামের সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তিনি ওই শিক্ষার্থীকে চড় মারেন। পরে তাকে ও তার স্ত্রীকে আবাসিক হলে আটকে রেখে এক ঘণ্টা পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ওইদিন বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগপত্রে সহকারী প্রক্টর আরিফ কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছনার বিষয়টি তুলে ধরে ধরেন। পরে অভিযোগ প্রতিবেদন আকারে উপাচার্যের কাছে প্রেরণ করা হলে উপাচার্য অভিযুক্ত সহকারী প্রক্টরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

শিক্ষককে হত্যার হুমকি: ইবিতে সহকারী প্রক্টরকে পদ থেকে অব্যাহতি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) এক শিক্ষককে হত্যার হুমকি দেয়ার ঘটনায় সহকারী প্রক্টর এম এম নাসিমুজ্জামানকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৫ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এস এম আবদুল লতিফ স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

গত শনিবার ভুক্তভোগী শিক্ষক আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আলতাফ হোসেন প্রশাসন বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন।

জানা যায়, গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় পূর্ব শত্রুতার জেরে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে ভুক্তভোগী শিক্ষককে প্রথমে গালাগাল ও পরে হত্যার হুমকি দেন অভিযুক্ত সহকারী প্রক্টর। এ সময় তিনি আঘাত করার উদ্দেশ্যে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসেন ও মাথা ফাটিয়ে খুন করার হুমকি দেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী শিক্ষক। পরে সেখানে উপস্থিত অন্য শিক্ষকরা তাকে নিবৃত করেন।

এ ঘটনায় জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে ওইদিন বিকেলেই ইবি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন ভুক্তভোগী শিক্ষক। একইসাথে পরের দিন শনিবার ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ উপাচার্য, প্রক্টর ও রেজিস্ট্রার বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন তিনি।

এ দিকে, সহকারী প্রক্টর কর্তৃক শিক্ষককে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দেয়ার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে শাস্তি দাবি করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সেইসাথে অভিযুক্ত শিক্ষকের আবাসিকতা বাতিলের দাবি জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য আবাসিক শিক্ষক-কর্মকর্তারা। শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও প্রশাসনের সাথে দেখা করে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

এ বিষয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এস এম আবদুল লতিফ বলেন, ভুক্তভোগী শিক্ষক আলতাফ হোসেনের লিখিত অভিযোগের

প্রেক্ষিতে উপাচার্য মহোদয় অভিযুক্ত শিক্ষককে সহকারী প্রক্টর পদ থেকে অব্যাহতি দেন।

অচিরেই নিয়োগ হতে পারে ইবি ট্রেজারার

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ট্রেজারার অচিরেই নিয়োগ হতে পারে। প্রায় তিন মাস ধরে পদটি শুন্য আছে। এ পদটি পেতে দৌড়ঝাপসহ জোর তদবির শুরু করেছেন ইবির জ্যেষ্ঠ কয়েকজন শিক্ষক। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে ইবির জ্যেষ্ঠ তিন শিক্ষক প্রফেসর ড. আলমগীর হোসেন ভুঁইয়া, প্রফেসর আব্দুল মুঈদ এবং প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হোসেনের নাম প্রস্তাব করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। আর এ কারণে তিন শিক্ষককে নিয়ে ক্যাম্পাসে চলছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। চলছে বিভিন্ন সমীকরণ, কে হতে পারেন ইবির নতুন ট্রেজারার। তবে সমীকরণ যাই হোক না কেন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশা করেন দুর্নীতিমুক্ত, সৎ ও ক্লিন ইমেজের কোন শিক্ষককে পাবেন তারা ট্রেজারার হিসেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ২১ আগস্ট ভিসির এবং ২২ আগস্ট ট্রেজারারের মেয়াদ শেষ হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর ১৩তম ভিসি হিসেবে প্রফেসর ড. শেখ আব্দুস সালাম যোগদান করলেও এখন পর্যন্ত ট্রেজারার পদটি শুন্য রয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা জটিলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। এ কারণে অতিদ্রুত ট্রেজারার নিয়োগ প্রয়োজন।

এদিকে বর্তমানে আলোচনায় থাকা তিন শিক্ষক সম্পর্কে খোঁজ নিতে বেরিয়ে আসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হোসেন সম্পর্কে জানা যায়, তিনি বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি তবে চলতি বছরের ১৫ ডিসেম্বর তার মেয়াদ শেষ

হবে। এছাড়া তিনি প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরাম এবং বিতর্কিত ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্য। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, সরকার কর্তৃক ২০০৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বেসিক ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়। সেই পর্ষদে বেসরকারি খাত থেকে পরিচালক হন প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হোসেন।

বেসিক ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারি অর্থাৎ ব্যাংকটি পতনের জন্য যে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা দায়ী তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হেসেন। এ ব্যাংকের আর্থিক দুর্নীতি করে তিনি কুষ্টিয়া শহরের ফটিক টাওয়ারে দুইটি ফ্লাট ক্রয়, কুষ্টিয়া শহরের পিয়ারাতলা ও কুমারগাড়ায় জমির প্লট ক্রয়, ঢাকা ধানমন্ডিতে ১টি ফ্লাট, ঢাকা মিরপুরে ৬ তলা বাড়ি নিজের ব্যবহারের জন্য একটি বিলাসবহুল গাড়ীসহ নিজ এলাকা রাজশাহী জেলার, বাগমারা উপজেলার, ১১ নং জুগিপাড়া ইউনিয়নের বিলকুৎসা গ্রামে মাছের খামারসহ নামে-বেনামে অঢেল সম্পদ গড়ে তুলেছেন।

এছাড়াও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তিনি ইবিতে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (এইচ আর এম) বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকালে ২০১৮ সালে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-উর-রশিদ আসকারী এবং সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবর রহমানের যোগসাজসে অর্থের বিনিময়ে দুর্বল ও বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীদের নিয়োগ দেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতা গ্রহনের পর তিনি ২০০৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী রাজনীতিতে যুক্ত হন।

২০২০ সালে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের প্যানেল থেকে ড. কাজী আক্তার হোসেন সভাপতি এবং জামায়াত-বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাধারণ সম্পাদক পদে জয়লাভ করায় তিনি সকলের সন্দেহের চোখে পরেন এবং তার প্রতি আস্তা-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন প্রগতিশীল শিক্ষকরা। তার জয়ের বিষয়ে অনেকেই মনে করেন তার সাথে জামায়াত-বিএনপির সক্ষতা রয়েছে।

অপর আলোচিত শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া সম্পর্কে জানা যায়, তিনি আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের প্যানেল থেকে ২০১৯ সালে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরামের নির্বাচনে ২০১৮ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য। কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইবি

বঙ্গবন্ধু পরিষদের নির্বাহী সদস্য।

চাকুরী জীবনে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোস্ট এবং অর্থনীতি বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব সততার সাথে পালন করেন এবং বিশ্ব ব্যাংকের হেকেব প্রজেক্ট সফলতার সাথে শেষ করেছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সিলেবাস প্রণয়ণ কমিটির অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে এবং শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ফ্যাকাল্টি ফাষ্ট হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণ পদক লাভ করেন । তিনি ক্যাম্পসে অত্যন্ত ক্লিন ইমেজের একজন শিক্ষক হিসেবে পরিচিত।

আরেক আলোচিত শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর মোঃ আব্দুল মুঈদ সম্পর্কে জানা যায়, তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাপলা ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

ছাত্র জীবনে তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। পারিবারিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একজন কলম সৈনিক। বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত তার লেখা কলাম প্রকাশিত হয়। তিনি ক্যাম্পাসে দুর্নীতিমুক্ত মানুষ হিসেবে পরিচিতি।

এ বিষয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকরা মনে করেন একজন সৎ, যোগ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষ ট্রেজারার হিসেবে নিয়োগ দেবে সরকার। তবে কোন দুর্নীতিবাজ নিয়োগ পেলে তাকে মেনে নেয়া হবেনা বলেও জানিয়ে দেন তারা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, যা ৪২ বছরে পদার্পণ করেছে। জন্মদিনে বর্ণিল পতাকা ও আলোকসজ্জায় রঙিন হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় প্রশাসন ভবন চত্বরে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান।

পতাকা উত্তোলন শেষে শান্তি ও আনন্দের প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এরপর প্রশাসন ভবনের পূর্ব পাশে দুইটি গাছের চারা রোপণ করে তিনি ৪২তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে ৪২টি ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

বেলা এগারোটায় প্রশাসন ভবনের সভাকক্ষে কেক কাটা ও বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার এস এম আব্দুল লতিফসহ উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, হল প্রভোস্ট, অফিস প্রধান এবং বিভিন্ন সমিতি, পরিষদ, ফোরাম ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬টায় অনলাইন আলোচনাসভার (ওয়েবিনার) আয়োজন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম-এর সভাপতিত্বে ও ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি ড. মোস্তাফিজুর রহমান-এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান এবং অতিথি হিসেবে রেজিস্টার (ভারপ্রাপ্ত) এস এম আব্দুল লতিফ অংশ নেন।

স্বাগত বক্তব্য রখেন ৪২তম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন উপ-কমিটি ২০২০-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আহসান-উল-আম্বিয়া।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে উপাচার্য শেখ আবদুস সালাম বলেন, ‘প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী মানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন। জন্মদিনের আনন্দ আমাদের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী ও কর্মকর্তা সবার। এইদিনে আমাদের ঐতিহ্য ইতিহাস জন্মের পেছনের

দিনগুলো কেমন ছিলো এবং আগামীতে কিভাবে আরও এগিয়ে যাবো বা এই স্বপ্নকে ধারণ করবো এবং সেই স্বপ্নের দিকে আমরা সবাই সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে যাবো।

কোভিড সিচুয়েশনে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী যেভাবে পালন করতে চাচ্ছিলাম সেভাবে করতে পারছি না, কিন্তু এক একটা জন্মদিনে এক একটা অঙ্গীকার করতে হয় সেই হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকটি স্টেক-হোল্ডার অঙ্গীকার করবো।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ নির্মাণে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাল মিলিয়ে ভূমিকা রাখবো। শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বপরিসরেও আমরা যেন জায়গা করে নিতে পারি সেই চিন্তা চেতনা ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো’।

ইবির নতুন উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম

কুষ্টিয়ার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে চার বছর মেয়াদে নিয়োগ পেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম।

মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে বলা হয়, উপাচার্য হিসেবে তিনি অবসর অব্যাহতির আগের পদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতা পাবেন এবং বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে তিনি সার্বক্ষণিক ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন। রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের প্রয়োজনে যেকোনও সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক।

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় জন্ম নেওয়া ড. সালাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৫ সালে অর্থনীতিতে বি এ (সম্মান) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে অর্থনীতিতে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় এমএ এবং এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে ভারতের পুনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. সালাম বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষায়ক মন্ত্রণালয়ে গবেষণা কর্মকর্তা পদে চার বছর চাকরি করেন। তিনি ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশনের (বিএভিএস) পরিচালক, প্রোগ্রাম অ্যান্ড আইইসি পদে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৭ সালে তিনি শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ২০০৯ সালে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করেন।

এসময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স কমিটির সদস্য এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি বৃটিশ কাউন্সিল হায়ার এডুকেশন লিঙ্ক প্রোগ্রামের সমন্বয়ক এবং বাংলাদেশ, নরওয়ে, পাকিস্তান ও নেপাল এই চার দেশের সম্মিলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোমা প্রোগ্রামের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

ড. সালাম ২০০৯ থেকে ২০১১ সময়ে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। ২০১১ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কমিটির সদসস্যের দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সেসের পরিচালক পদে ছিলেন তিনি। নরওয়ের অসলো ইউনিভার্সিটি কলেজ এবং রোমানিয়ার লুসিয়ান ব্লাগা ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং অধ্যাপক

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].